

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর : ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
১.	মুখবন্ধ	-
২.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৭
৩.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৩৮
৪.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৮
৫.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্টসমূহ	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

- ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এগ্যাডিশনাল ফাংশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।
- ৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২৪টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এগ্যাডিশনাল ফাংশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ : ৩০/০৮/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৫/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১	চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও দরপত্র জামানত নগদায়ন না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।	৬৫,০০,০০০/-	১১
২	একই প্রাক্কলিত মূল্যে দুইটি ব্রিজ নির্মাণে একই ঠিকাদার অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও দাখিলকৃত দরে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও টিসি এর সুপারিশে কার্যাদেশ প্রদান করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।	৪৩,১২,৪১০/-	১২
৩	চুক্তি বাতিল করা হলেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি নগদায়ন না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।	৮৭,১৫,৪৫৫/-	১৩
৪	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন গাড়ি সংস্থার বাইরের কর্মকর্তাদের নামে বরাদ্দ ও উক্ত গাড়ী সমূহের জ্বালানি ও মেরামত ব্যয় নির্বাহের ফলে ক্ষতি।	৩১,৬৯,৭৮৪/-	১৪
৫	চুক্তিবদ্ধ কাজ বাতিল করার পর অবশিষ্ট কাজের উপর আরোপিত জরিমানার টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২৩৭,৪৫,২০,১০৭/-	১৫-১৬
৬	ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পাদন না করা সত্ত্বেও তিনটি আইটেমে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ।	৫৫,৩৪,৫৭৫/-	১৭
৭	অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে ডেভিয়েশনের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	---	১৮
৮	রাজউক কর্তৃক নির্ধারিত ৬ মিটার রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে কম প্রশস্ত রাস্তায় প্ল্যান অনুমোদন।	---	১৯
৯	রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।	---	২০
১০	রাজউক কর্তৃক প্ল্যান অনুমোদিত বহু পুরাতন ৪ তলা ভবনের উপর অবৈধভাবে নতুন ৩ তলা ভবন নির্মাণ।	---	২১
১১	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধিবিধান অনুসরণ না করে অনিয়মিতভাবে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।	---	২২
১২	রাজউকের অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়া পার্শ্ববর্তী পুটের রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে ৬ তলা ভবন নির্মাণ।	---	২৩

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১৩	রাজউক কর্তৃক প্যান অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে পুরাতন ৬ তলা ভবনের উপর ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ করে জনজীবনে হুমকি সৃষ্টি।	---	২৪
১৪	উচ্ছেদ অভিযানের জন্য গ্রহণকৃত অস্থায়ী অগ্রিম অসম্বিত।	১৪,৬০,৭০০/-	২৫
১৫	রাজউকের নকশা বহির্ভূতভাবে ভবন নির্মাণ এবং আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে দি রেইন ট্রি নামক আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা সত্ত্বেও তা বন্ধের বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	---	২৬
১৬	রাজউকের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে এবং ভবনের ছাদ চারিদিকে বর্ধিতকরণ এবং আবাসিক ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।	---	২৭-২৮
১৭	বেদখলকৃত ও অবরাদ্দকৃত পুটসমূহ রাজউক কর্তৃক দখল/উদ্ধার না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১২০৮,৬৪,০০,০০০/-	২৯
১৮	লিজ দলিলের শর্ত ভঙ্গ করে দীর্ঘ ২০ বছরের অধিক সময় ধরে আবাসিক পুটকে অ-আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃক পুটের বরাদ্দ বাতিলের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	---	৩০
১৯	কোর্টের রায় রাজউকের পক্ষে হলেও বকেয়া আদায়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৫,৩৫,৭৯,৯১৮/-	৩১
২০	কোর্টের রায়ের বিপক্ষে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১১,৩৪,০০,০০০/-	৩২-৩৩
২১	দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে ভূমি ব্যবহার করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক অবৈধ দখল উচ্ছেদ অথবা খণ্ড জমি হিসেবে অর্থ আদায় করা হয়নি।	২৩,১৯,০০,০০০/-	৩৪
২২	দীর্ঘদিন যাবৎ আবাসিক পুট অবৈধভাবে বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, যা লিজ দলিলের শর্তের পরিপন্থী।	---	৩৫
২৩	নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,৪৪,৪৮,০০০/-	৩৬
২৪	তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	---	৩৭-৩৮
	সর্বমোট =	১৪৯১,৩৯,৪০,৯৪৯/-	

(এক হাজার চারশত একানব্বই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ)

অডিট বিষয়ক তথ্য:

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	: ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	: নিয়মানুগ নিরীক্ষা
নিরীক্ষার সময়	: ১৯-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ১৫-০৬-২০১৭ খ্রি:।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	: স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	: চাহিদাপত্র ইস্যুকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	: মোঃ সাইফুর রহমান, মহাপরিচালক গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।
- পিপিআর-২০০৮ পরিপালন না করা।

অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরির অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধিবিধান পরিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণে দায়িত্বশীলতার অভাব।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৬/পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে পরিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনুমোদিত এপিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট-২০০৬ এর ধারা এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ এর বিধিমালা অনুসরণ করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা সত্ত্বেও দরপত্র জামানত নগদায়ন না করায় কর্তৃপক্ষের ৬৫,০০,০০০ (পয়ষট্টি লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা কাজ ১৯-০৩-১৭ খ্রি: হতে ০৩-০৪-১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ৮ নং ব্রিজ নির্মাণ কাজের (২য় টেন্ডার) সঙ্গে সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের ৮ নম্বর ব্রিজ নির্মাণ কাজের দরপত্রের বৈধতার মেয়াদ ১০-১২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ২৮-১১-২০১৩ তারিখে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার MCCC (No-04)-UDC JV কে NOA প্রদান করা হয়। তার প্রত্যুত্তরে ঠিকাদার NOA Accept না করে ঠিকাদারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে Tender Price Examine করার জন্য আবেদন করেন। ইতোমধ্যে ঠিকাদারকে বহুবার মৌখিকভাবে দাখিলকৃত দরপত্র Document Examine করার নিমিত্তে প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য দপ্তর (রাজউক) হতে অনুরোধ করা হয়। অথচ ঠিকাদার বারবার সময়ের অভাবে দপ্তরে (রাজউক) আসতে অপারগতা প্রকাশ করেন।
- অতঃপর গত ০২-০১-২০১৪ খ্রি: তারিখের মধ্যে ঠিকাদার অথবা তার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অত্র দপ্তরে উপস্থিত হয়ে Tender Price সংক্রান্ত তাদের দাখিলকৃত Document দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তারপরও ঠিকাদারের পক্ষ হতে কোন প্রতিনিধি দরপত্র Document Examine করার জন্য আসেননি।
- NOA অনুযায়ী গত ১১-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে PG দাখিল করে ২৫-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে বলা হয়। কিন্তু তারা এখনো PG দাখিল করেননি।
- পরবর্তীতে ০৬-০১-২০১৪ খ্রি: তারিখে BG No-Prime/Banani/BG/05/2013 তারিখ : ১৩-০১-২০১৩ খ্রি: টাকার পরিমাণ ৬৫,০০,০০০ টাকা দ্রুত নগদায়ন করার জন্য প্রকল্পের পিডি, ব্যবস্থাপক প্রাইম ব্যাংক, বনানী শাখা বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রে ঠিকাদারের দরপত্র জামানত নগদায়ন না করায় সংস্থা/কর্তৃপক্ষের ৬৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০১ পৃষ্ঠা-০১]।

অনিয়মের কারণ :

পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-২৫ অনুযায়ী রেসপনসিভ হওয়া সত্ত্বেও পিজি দাখিল না করায় এবং চুক্তি সম্পাদন ও কাজ না করায় দরপত্র জামানত বাতিলযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে এ বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্পের ব্রিজ নং-০৮এর ঠিকাদার এমসিসিসি (নং-৪) ইউডিসি জেভি বরাবর ২৮-১১-১৩ খ্রি: তারিখে NOA ইস্যু করা হলে ঠিকাদার তা গ্রহণ না করে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে আরবিট্রেশন মামলা ১/২০১৪ দায়ের করেন। মামলা এখনো প্রক্রিয়াধীন। মামলা নিষ্পত্তি হলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতি মূলক। জামানত আদায়ের জন্য রাজউকের প্রকল্পের পক্ষ থেকে ০৭-০১-১৪ খ্রি: তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। অথচ মামলা করা হয় ২১-০১-১৪ খ্রি: তারিখে। এক্ষেত্রে মামলা জনিত কারণে টাকা নগদায়নে ব্যাংক কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ করার বিষয়টি বোধগম্য নয়। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪/০১/২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আইন শাখার মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়া মোকাবেলা করে আপত্তিকৃত টাকা নগদায়ন করাসহ জামানত আদায় না করায় জড়িতদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম : একই প্রাক্কলিত মূল্যে দুইটি ব্রিজ নির্মাণে একই ঠিকাদার অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও দাখিলকৃত দরে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও টিইসি এর সুপারিশে কার্যাদেশ প্রদান করায় কর্তৃপক্ষের ৪৩,১২,৪১০ (তেতাল্লিশ লক্ষ বারো হাজার চারশত দশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিলম্বিত আবাসিক শহর প্রকল্পের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ০৪-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ০৬-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত প্রকল্পে লেকের উপর ২টি ব্রিজ নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন, প্রাক্কলন অনুমোদন প্রতিবেদন, টেন্ডার মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষের সভার কার্যপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, একই দৈর্ঘ্যের (৪০মিটার×১৭.৮৫ মিটার) ও একই ডিজাইনের ২টি ব্রিজ নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে একজন মাত্র ঠিকাদার শামীম এন্টারপ্রাইজ এন্ড নেটিভ হোল্ডিং লিঃ (জেভি) উক্ত দরপত্রে অংশ গ্রহণ করে। ঠিকাদার শামীম এন্টারপ্রাইজ এন্ড নেটিভ হোল্ডিং লিঃ (জেভি) প্যাকেজ নং-০১, লট নং-১ এর ব্রিজের জন্য ৭,৫০,৩৭,১২০ টাকার প্রাক্কলিত মূল্যের বিপরীতে ১৬.৪৭% উর্ধ্বমূল্যে মোট ৮,৭৩,৯৭,৬৯০.৭০ টাকায় দর দাখিল করে।
- অপরদিকে ঐ একই ঠিকাদার প্যাকেজ নং-০১, লট নং-২ এর ব্রিজের জন্য একই প্রাক্কলিত মূল্যের বিপরীতে ২২.২২% উর্ধ্ব মূল্যে মোট ৯,১৭,১০,১০০.৭০ টাকায় মূল্য দাখিল করে। একই কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দর দাখিল করায় এবং মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক তা মূল্যায়ন করে কাজ সম্পাদনের সুপারিশ করায় দাখিলকৃত এবং মূল্যায়িত ২টি দরে পার্থক্যের কারণে সংস্থার (৯,১৭,১০,১০০.৭০ - ৮,৭৩,৯৭,৬৯০.৭০) = ৪৩,১২,৪১০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট- ০২ পৃষ্ঠা-০২]।

অনিয়মের কারণ :

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অতিরিক্ত দরে দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

দুটি ব্রিজ নির্মাণের জন্য ড্রইং ডিজাইন ও RHD 2011 এর সিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেকটির প্রাক্কলন ব্যয় ৭,৫০,৩৭,১২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ব্রিজ দুটি নির্মাণের জন্য লট-১ ও লট-২ এর দর প্রস্তাব আহ্বান করা হলে TEC এর সুপারিশক্রমে উর্ধ্ব দরে লট নং-১ এর জন্য ৮,৭৩,৯৭,৬৯০ টাকা এবং লট নং-২ এর জন্য ৯,১৭,১০,১০০ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং সে অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক সঠিক জবাব প্রদান করা আবশ্যিক ছিল। একই সময়ে দুইটি কাজে একই ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত দর প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা বেশী হওয়ায় টিইসি কর্তৃক পুনঃটেন্ডার আহ্বান করার জন্য সুপারিশ করা আবশ্যিক ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

টেন্ডার মূল্যায়নে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হওয়ায় সংশ্লিষ্টদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : চুক্তি বাতিল করা হলেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় কর্তৃপক্ষের ৮৭,১৫,৪৫৫ (সাতাশি লক্ষ পনেরো হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা কাজ ১৯-০৩-১৭ খ্রি: হতে ০৩-০৪-১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে উক্ত প্রকল্পে নির্মিতব্য ৮ নং ব্রীজে নির্মাণের জন্য মনোনীত ঠিকাদারের নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, ৮ নং ব্রিজটি নির্মাণ কাজে প্রাক্কলিত মূল্য ১৯,৬০,৮৮,০০৫.৭০ এর বিপরীতে ১১.১১% নিম্নদরে ঠিকাদার মেসার্স মনিকো লিঃ ১৭,৪৩,০৯,১০৭,৮৭৮ টাকার দর দাখিল করেন। মূল্যায়ন কমিটি ১১.১১% নিম্নদরে মূল্যায়িত দরপত্র রেসপনসিভ করায় ঠিকাদার মেসার্স মনিকো লিঃ কে ২৫-১০-২০০৯ খ্রি: তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হলে ০৫-১০-০৯ খ্রি: তারিখে ঠিকাদার মেসার্স মনিকো লিঃ, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, এলিফেন্ট রোড শাখার মাধ্যমে ৮৭,১৫,৪৫৫ টাকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি প্রদান করতঃ ২৫-১১-০৯ খ্রি: তারিখে কাজ করার জন্য চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৫-১২-০৯ খ্রি: তারিখে তাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- পরবর্তীতে ঠিকাদার চুক্তিবদ্ধ কাজটি করার জন্য দর বাড়ানোর প্রস্তাবসহ ভেরিয়েশন অনুমোদনের পর ব্রিজের কাজ আরম্ভ করবেন মর্মে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এক্ষেত্রে ১১.১১% নিম্নদরে চুক্তিবদ্ধ কাজ কর্তৃপক্ষ বাতিল করলেও ঠিকাদারের দাখিলকৃত পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাতিল করে নগদায়ন না করায় সংস্থার ৮৭,১৫,৪৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [পরিশিষ্ট-০৩ পৃষ্ঠা-০৩]।

অনিয়মের কারণ :

পিসিসি 71.3 মোতাবেক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী Performance Security নগদায়ন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ঠিকাদার মেসার্স মনিকো লিঃ এর কাজটির জন্য ০৩-০১-০৯ খ্রি: তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ০৯-০১-১২ খ্রি: তারিখে চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু এখনো ব্রিজের স্থলে যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ করা হয়নি এবং কাজের সংশোধন/ভেরিয়েশন অনুমোদনের পূর্বে ঠিকাদার ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু করতে রাজি না হওয়ায় ঠিকাদারকে কোন রকম ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে আলোচ্য কাজের চুক্তিপত্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

সাইট পরিদর্শন করেই হিসাব নিকাশ করতঃ ঠিকাদার ঠিকচুক্তি সম্পাদন করেছিল। অযৌক্তিকভাবে ঠিকাদার কাজ সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ করে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

পিজি নগদায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অযৌক্তিকভাবে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন গাড়ি সংস্থার বাইরের কর্মকর্তাদের নামে বরাদ্দ ও উক্ত গাড়িসমূহের জ্বালানি এবং মেরামত ব্যয় নির্বাহের ফলে ৩১,৬৯,৭৮৪ (একত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশত চুরাশি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন উন্নয়ন যান্ত্রিক জোন-১ ঢাকা (রাজউক) বিভাগ এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ১৭-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে এবং 'উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প' কর্তৃপক্ষ এর ২০১৪-২০১৬ সনের আর্থিক নিরীক্ষা ০৮-০৫-২০১৭ খ্রি: হতে ১৩-০৫-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের তালিকা, জ্বালানি রেজিস্টার, যানবাহনের নথি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পত্র বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অডিট সংস্থার ৪ টি গাড়ি সংস্থার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এর যাবতীয় মেরামত কাজ ও জ্বালানির বিল রাজউক কর্তৃক পরিশোধ করায় সংস্থার ১৮,০২,৮৮১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক গাড়ি ক্রয় করা হলেও ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৪-১৮৩৯ ও মেট্রো-ঘ-১৪-১৮৪৯ গাড়ি দুটি ব্যবহারকারী গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব। গাড়ি দুটি রাজউকের পুলে জমা দেওয়া হলেও উক্ত গাড়ি দুটির মেরামত ও জ্বালানি বাবদ ১৩,৬৬,৯০৩ টাকা উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প হতে ব্যয় করা হয়েছে।
- সংস্থার বহির্ভূত ব্যক্তি গাড়ি ব্যবহার করা সত্ত্বেও এভাবে মোট ৬টি গাড়ির জ্বালানি ও মেরামত খরচ বাবদ সংস্থার মোট ৩১,৬৯,৭৮৪ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৬-১৯৮৮ খ্রি: তারিখের স্মারক নং সম/পরি/১আ-২/৮৮/৩৬৮(২) অনুযায়ী সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মন্ত্রীর অফিস ব্যবহার করতে পারবে না। যদি কোন সরকারি দপ্তর/সংস্থার গাড়ি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/মন্ত্রীর অফিসের ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের (পরিবহন শাখা) বরাবর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র পাঠাতে সংস্থার প্রধানকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত অনুরোধ প্রতিপালন করা হয়নি। উল্লেখ্য একই ধরনের আপত্তি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে উত্থাপন করা হয়েছিল [পরিশিষ্ট-০৪ পৃষ্ঠা(০৪-০৫)]।

অনিয়মের কারণ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৬-১৯৮৮ খ্রি: তারিখের স্মারক নং-সম/পরি/১আ-২/৮৮/৩৬৮(২) এর লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশক্রমে ৪টি গাড়ি মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। রাজউক ২/১২ তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারী কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি ব্যবহার করেছেন। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। রাজউকের গাড়ি মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মকর্তাদের ব্যবহার করার সুযোগ নেই। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বরাবর বরাদ্দকৃত গাড়ি কর্তৃপক্ষের পুলে দ্রুত ফেরত আনয়ন করার পর রাজউকের কাজে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : চুক্তিবদ্ধ কাজ বাতিল করার পর অবশিষ্ট কাজের উপর আরোপিত জরিমানার টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ২৩৭,৪৫,২০,১০৭ (দুইশত সাইত্রিশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার একশত সাত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের নিরীক্ষা কাজ ১৯-০৩-১৭ খ্রি: হতে ০৩-০৪-১৭ খ্রি: তারিখ, নির্বাহী প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় ঢাকা (রাজউক) বিভাগ এর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২৩-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ২৬-০৪-২০১৭ খ্রি:, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ১৭-০৪-২০১৭ খ্রি: উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প এর ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২৮-০৫-২০১৭ খ্রি: হতে ১০-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত প্রকল্পের গ্রুপ নং-৩৫ এর মাটি/বালি ভরাট কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার, চুক্তি, কার্যাদেশ, বিল ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, ঠিকাদার মেসার্স মার্স সিভিকিট এন্ড এমপিই জেভির সাথে ৫,১১,৩২৬ ঘন মিটার মাটি/বালি ভরাট কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদার ৪,৬৪,৩৩৭.০৫ ঘনমিটার মাটির কাজ সম্পাদন করে। ফলে চুক্তিবদ্ধ ৫,১১,৩২৬ ঘন মিটার এর চেয়ে $(৫,১১,৩২৬.০০ - ৪,৬৪,৩৩৭.০৫) = ৪৬,৯৮৮.৯৫$ ঘন মিটার মাটির কাজ কম সম্পাদন করে। ফলে ঠিকাদার কর্তৃক $(৪৬৯৮৮.৯৫ \times ১৬৪.৭৫) = ৭৭,৪১,৪৩০$ টাকার অসম্পাদিত কাজের উপর ১৫% হারে জরিমানা আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের ১১,৬১,২১৫ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। চুক্তি পত্রের জিসিসি ৭১ অনুযায়ী বাতিলকৃত ঠিকাদারের অবশিষ্ট কাজের উপর ১৫% হারে জরিমানা আদায়ের বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয়নি।
- ঠিকাদার মেসার্স সিভিকিট এন্ড কোঃ লিঃ কে ১৯-০২-১২ খ্রি: তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যার চুক্তি ১৮,৪৪,১৪,৮৮৩ টাকা। এখানে কার্য সম্পাদনের সময় কাল ছিল ১৯-০২-১২ খ্রি: হতে ১৯-০২-১৪ খ্রি: পর্যন্ত। কিন্তু ঠিকাদার ৬১.৮০% কাজ সম্পাদনের পর আর কাজটি সম্পাদন করছে না। এমবি পর্যালোচনায় দেখা যায় মোট ১১,৬৪,৪৩,১০০ টাকার কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে $(১৮,৪৪,১৪,৮৮৩ - ১১,৬৪,৪৩,১০০) = ৬,৭৯,৭১,৭৮৩$ টাকার উপর ১৫% হারে ১,০১,৯৫,৭৬৭ টাকা জরিমানা আদায়যোগ্য।
- ঠিকাদার নিয়াজ নুনা জেভি, কাজের নাম পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সেক্টর ১৯ (আংশিক) এ সারফেস ড্রেন ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ (প্যাকেজ নং আরসি-০৬, লট নং-০৪) এর প্রায় ৫০% সম্পন্ন করে অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে ঠিকাদার অপারগতা প্রকাশ করে এবং ঠিকাদার মেসার্স রানা ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডার্স এন্ড এমআরসি জেভি এর কাজের নাম পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সেক্টর নং ১০ এর সারফেস ড্রেন ও অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ কাজ (প্যাকেজ নং আরসি-০৫, লট নং-০২) এর প্রায় ১৩.০৬% সম্পন্ন করে অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে ঠিকাদার অপারগতা প্রকাশ করলেও অবশিষ্ট কাজের উপর কোন প্রকার জরিমানা আদায় না করেই চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া পূর্বাচল লিংক রোডের (দেবশ্যাম-প্রগতি সরণি সংযোগ সড়ক) নির্মাণ কাজ (চেইনেজ ০+০০০ কিঃমিঃ হতে ৬+৩৮০ কিঃমিঃ পর্যন্ত) প্যাকেজ নং ০১, লট নং ০১ এর কাজ ৩৩.৪১% সম্পন্ন করার পর কাজটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। ফলে কাজ না করায় তার সাথে চুক্তি বাতিল করা হয়।

- পিসিসি ৭১.১ মোতাবেক অবশিষ্ট কাজের উপর ১০% ও পিসিসি ৯০.১ মোতাবেক অবশিষ্ট কাজের উপর ১৫% জরিমানা আদায় করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করেই ক্রমিক ১ ও ২ এ চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ২০,৬০,০৮,৬৩৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ঠিকাদার এনা ডুঙ্গা কন্সট্রাকশন কাজ এর বাতিলকৃত কাজের ১০টি (লট নং ১-১০) মেসার্স বিএলএইচসিএল জেভি কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ ৪টি লট (১১,১২,১৩ ও ১৪) এবং মেসার্স এনা ডিডিজি কন্সট্রাকশন কর্তৃক চুক্তিবদ্ধ লট নং ৩ টি (১৬,১৮ ও ১৯) বাতিলকৃত কাজের নথি পর্যালোচনা করা হয়। চুক্তিবদ্ধ এই ১৭ টি লটের কাজ ঠিকাদারগণ কর্তৃক কিছু অংশ সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক অসম্পাদিত কাজের উপর ২০% জরিমানা আদায় করার বিধান থাকলেও তা না করায় কর্তৃপক্ষের মোট = (১১,৬১,২১৫ + ১০১,৯৫,৭৬৭ + ১৪,০২,৩৬,১৮৪.৪৪ + ১৩২,৪৪,২৭,৭৪৪ + ৪৭,৪০,৯২,৩৭২.৫০ + ৪২,৪৪,০৬,৮২৪.২০) = ২৩৭,৪৫,২০,১০৭.৪৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- চুক্তি দলিলের section 3 General Conditions of Contract (GCC) এর sub section-F (Termination and settlement of Dispute) Clause No. 89 এবং section-8, special Terms & Conditions এর ক্রমিক নং ১৭ এবং পিসিসি'র ৯০.১ অনুসারে চুক্তি বাতিল করে অবশিষ্ট কাজের মূল্য বাবদ জরিমানা আদায় করা আবশ্যিক [পরিশিষ্ট-০৫(১-৬) পৃষ্ঠা-(৬-১২)]।

অনিয়মের কারণ :

চুক্তি দলিলের section-3 General Conditions of Contract (GCC) এর sub section-F (Termination and settlement of Dispute) Clause No. 89 এবং section-8, special Terms & Conditions এর ক্রমিক নং ১৭ এবং পিসিসি'র ৯০.১ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কাজটি চূড়ান্তকরণের সময় বিধান মোতাবেক জরিমানা আদায় করা হবে। এছাড়া কার্যোপযোগী সাইট না পাওয়ায় ঠিকাদারকে সম্পূর্ণ সাইট বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি বিধায় কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। জবাবে অডিট কর্তৃক উত্থাপনকৃত জরিমানার টাকা কাজটি চূড়ান্ত করণের সময়ে কর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থে অবশিষ্ট কাজের মূল্য নির্ধারণের সময়ই অবশিষ্ট টাকা কর্তন করা আবশ্যিক ছিল। ঠিকাদার সম্পাদনযোগ্য সাইট সঠিকভাবে নির্ধারণ না করে প্রাক্কলন প্রণয়ন করা সহ টেন্ডার আহ্বান করার সুযোগ নেই। অধিকন্তু ঠিকাদার সাইট পরিদর্শনপূর্বক সার্বিক বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেই দরপত্র ও সিডিউল ক্রয় করে দরপত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারপর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষ করার পর কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কাজেই সাইট বুঝিয়ে দেয়া যায়নি। এমন অজুহাতে চুক্তিবদ্ধ কাজ বাতিল করা হলেও অবশিষ্ট কাজের উপর জরিমানা আদায় না করা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরিমানার অর্থ দ্রুত আদায় করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : ঠিকাদার কর্তৃক কাজ সম্পাদন না করা সত্ত্বেও তিনটি আইটেমে অতিরিক্ত ৫৫,৩৪,৫৭৫ (পঞ্চাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২৮-০৫-২০১৭ খ্রি: হতে ১০-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল লিংক রোডের (দেবখাম-প্রগতি সরণি সংযোগ সড়ক) নির্মাণ কাজ (চেইনেজ ০+০০০ কিঃমিঃ হতে ৬+৩৮০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত) প্যাকেজ নং-০১, লট নং-০১ এর কাজের প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, সংশোধিত প্রাক্কলন, টেন্ডার, বিওকিউ, বিল ইত্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

- পর্যালোচনায় দেখা যায়, জেনারেল সাইট ফ্যাসালিটিস এর আইটেম কোড নং ১.২ ও ১২.৪ এর সাইট অফিস নির্মাণ ও বাড়ানো এবং সাইন বোর্ড নির্মাণ, সংরক্ষণ ও সরানো এই দুইটি কাজের জন্য মোট ৩৩.৪১% কাজ করার পর কাজ বাতিল করা হয়। কিন্তু পরিশোধিত বিলে দেখা যায় ঠিকাদার সম্পাদিত কাজের হিসেবে ২৩,৩৮,৭০০ টাকা বিল প্রাপ্য হলেও তাকে প্রণীত প্রাক্কলন ৭০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে কাজ সম্পাদনের প্রাপ্যতার অতিরিক্ত $(৭০,০০,০০০ - ২৩,৩৮,৭০০) = ৪৬,৬১,৩০০$ টাকা বেশি পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে গাড়ি ভাড়া বাবদ মোট কার্যকাল ১৮ মাসের ৩৩.৪১% হিসেবে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ হয় $১৮ \times ৩৩.৪১\% = ৬.০১৩৮ \times ১২৫০০০ = ৭,৫১,৭২৫$ টাকা। কিন্তু ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে ১৬,২৫,০০০ টাকা। ফলে প্রাপ্যতা অপেক্ষা $(১৬,২৫,০০০ - ৭,৫১,৭২৫) = ৮,৭৩,২৭৫$ টাকা বেশি পরিশোধ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সর্বমোট $(৮,৭৩,২৭৫ + ৪৬,৬১,৩০০) = ৫৫,৩৪,৫৭৫$ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৬ (১-২) পৃষ্ঠা-(১৩-১৫)]।

অনিয়মের কারণ :

যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সংশোধিত প্রাক্কলন অনুযায়ী যথাযথভাবে আনুপাতিক হারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ঠিকাদার যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করেছে সেই পরিমাণ বিল প্রাপ্য। এক্ষেত্রে প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ঠিকাদারের প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি বিল পরিশোধের সুযোগ নাই। ব্রডশীট জবাবে সংশোধিত প্রাক্কলন ও জরিমানার কথা বলা হলেও কোন প্রমাণক না পাওয়ায় বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ঠিকাদারের প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে আদায় করে অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে ডেভিয়েশনের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতাধীন উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ জোন-১ থেকে জোন-৮ অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ২২-৩-২০১৭ খ্রি: হতে ১৫-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি, পরিদর্শকগণের ডেভিয়েশন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে ডেভিয়েশনের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক ডেভিয়েশন অপসারণ এর বিষয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। [পরিশিষ্ট-০৭ (১-৮) পৃষ্ঠা-(১৬-৭৪)]।

বিস্তারিত পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :-

- ১) পরিশিষ্টে উল্লিখিত নির্মিত ভবনসমূহ রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত নকশা মোতাবেক ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্নভাবে ডেভিয়েশনপূর্বক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২) ভবনের চারিপাশের সেটব্যাক প্ল্যান অনুযায়ী জমি ছাড়া হয়নি, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য জমি ছাড়ার কথা থাকলেও জমি ছাড়া হয়নি, বারান্দা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ৩) পার্কিংস্থলে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ৪) ভবনের চারিদিকের ছাদ বর্ধিত করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৫) সরেজমিন পরিদর্শনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভবনের নকশা প্রদর্শন করা হয়নি।
- ৬) ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-৪৪, ৪৫ ও ৪৬ মোতাবেক এমজিসি ও সেটব্যাক প্ল্যান অনুযায়ী না রেখেই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, ফলে উক্ত বিধিসমূহ লঙ্ঘিত হয়েছে।
- ৭) ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ধারা ৩ (ক) (খ) মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে ডেভিয়েশন অপসারণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-৪৪, ৪৫ ও ৪৬ এবং ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ধারা ৩ (ক) (খ) লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানা যায় যে, বিভিন্ন জোন এর আওতাধীন এলাকায় নির্মিতব্য ভবনসমূহের বেশ কিছু ভবনে রাজউক অনুমোদিত নকশা ব্যতায় করে নির্মাণ কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব ভবনসমূহের বিষয়ে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এবং ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর আলোকে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। চূড়ান্ত নোটিশ ইস্যু করে অনুমোদনহীন ও ব্যত্যয়কৃত অংশ অপসারণ করার কাজ চলমান রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। বিপুল পরিমাণ ভবনের মালিক নকশা বহির্ভূতভাবে ডেভিয়েশনের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও উক্ত ভবনসমূহের ডেভিয়েশন অপসারণের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ডেভিয়েশন করে ভবন নির্মাণের প্রবণতা বন্ধ হয়নি। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা- ২০০৮ ও ইমারত নির্মাণ আইন- ১৯৫২ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাস্তি আরোপ করে অবৈধভাবে নির্মিত অংশ ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই ডেভিয়েশন করে ভবন নির্মাণের প্রবণতা বন্ধ হতো। এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক। উল্লেখ্য যে, জোন পরিচালক ও অথরাইজড অফিসারগণের নাম পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে ডেভিয়েশন অপসারণের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ/উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে ডেভিয়েশন অপসারণ করে উহার প্রমাণপত্র/প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : রাজউক কর্তৃক নির্ধারিত ৬ মিটার প্রশস্ত রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে কম প্রশস্ত রাস্তায় প্ল্যান অনুমোদন।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতাধীন নিয়ন্ত্রণ জোন-১ থেকে জোন-০৮ অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষা ২২-৩-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভবনের প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রাজউক কর্তৃক ৬ মিটার রাস্তা নির্ধারিত না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে কম প্রশস্ত রাস্তায় ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ তলা ভবনের ছাড়পত্র ও প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৮ (১-৮) (পৃষ্ঠা-৭৫-৯১)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :—

১. পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্লটসমূহের সম্মুখে ৬ মিটার প্রশস্ত রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও মাত্র ২ হতে ৪ মিটার রাস্তায় অনিয়মিতভাবে বহুতল ভবনের প্ল্যান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
২. ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৪৮ (৬) (৮) মোতাবেক প্লটের সম্মুখে ৬ মিটার প্রশস্ত রাস্তা হতে হবে। ৬ মিটার এর কম প্রশস্তের রাস্তায় প্ল্যান অনুমোদন করা যাবে না।
৩. আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় ৬ মিটারের চেয়ে কম প্রশস্ত রাস্তার ক্ষেত্রে রাস্তার জন্য জমি ছাড়ার শর্তে প্ল্যান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী শর্ত আরোপ করে প্ল্যান অনুমোদনের কোন বিধি না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে প্ল্যান পাশ করা হয়েছে।
৪. সরেজমিনে পরিদর্শন কালে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে রাস্তার জন্য জমি না ছেড়েই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
৫. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫৪(১) মোতাবেক ইমারত নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ মিটার প্রশস্ত রাস্তা থাকতে হবে।
৬. ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫৪(২) মোতাবেক ৬ মিটার এর কম প্রশস্ততার ক্ষেত্রে ৬মিটার করার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা হস্তান্তর করার পর নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে তার পূর্বে করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে রাস্তা না ছাড়া সত্ত্বেও নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫৪(১) এবং এর বিধি ৪৮ (৬) (৮) ও বিধি ৫৪(২) লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর ৫১ ধারাতে প্লটের পরিমাণ ব্যবহারের প্রকারভেদ এবং রাস্তার প্রস্থের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য FAR ও MGC এর পরিমাণ উল্লেখ রয়েছে। নকশা অনুমোদন শাখা ছাড়পত্রের শর্ত মোতাবেক ধারা ৫১(৯) (১০) (১১) অনুযায়ী FAR ও MGC নির্ধারণ করে নকশা অনুমোদন করে থাকে। বিধি ৫৪(খ) অনুসারে রাস্তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়ার অঙ্গীকার এর ভিত্তিতে নকশা অনুমোদন করা হয়ে থাকে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী ভবন নির্মাণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে অঙ্গীকার নামা ও শর্ত মোতাবেক অধিকাংশ ভবন মালিক রাস্তার জন্য জমি না ছেড়েই নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৫৪(২) অনুযায়ী রাস্তার জন্য প্রস্তাবিত জমি হস্তান্তর না করা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে না উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক নির্মাণ কাজ বন্ধ করে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য জমি ছাড়ার বিষয়ে কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আলোচ্য ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক। উল্লেখ্য যে, জোন পরিচালক ও অথরাইজড অফিসারগণের নাম পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

ছাড়পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় জমি ছাড়ার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক রাস্তা প্রশস্ত করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতাধীন জোন-৪ মহাখালী, নিকুঞ্জ-২, গুলশান-১, গুলশান-২, বনানী, বারিধারা, নিকেতন অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ০৬-০৬-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত নথি ও আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক ব্যবহার সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত আবাসিক ভবনে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, দোকান, বায়িং হাউজ, বিউটি পার্লার, ব্যাংক ইত্যাদি অবৈধভাবে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট-০৯(১-২) পৃষ্ঠা-(৯২-১৩৮)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :

- (১) জোন-৪ এর আওতাধীন বিভিন্ন নকশা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে উল্লিখিত ভবনসমূহ রাজউক কর্তৃক আবাসিক ভবন হিসেবে নকশা অনুমোদন করা হয়। কিন্তু উক্ত ভবনসমূহ অবৈধভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা হচ্ছে।
- (২) আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্য করা সত্ত্বেও উক্ত অবৈধ ব্যবহার বন্ধের জন্য রাজউক কর্তৃক কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়নি।
- (৩) আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক হিসেবে রূপান্তর করতে হলে নির্ধারিত হারে ফি জমা প্রদানপূর্বক রাজউক হতে বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। আলোচ্যক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- (৪) ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৬২ এর ধারা ৩(২) মোতাবেক অবৈধ ব্যবহার বন্ধের জন্য নোটিশ ইস্যু করে উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- (৫) ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ লঙ্ঘন করে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করলে Building construction act-1952 এর Section-12 এর Sub section-1 অনুযায়ী শাস্তি প্রযোজ্য হবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শাস্তি/জরিমানা আরোপ করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর ধারা ৩(২) এবং Building construction act-1952 এর Section-12 এর Sub section-1 লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, নিকুঞ্জ-১ ও নিকুঞ্জ-২, গুলশান ও বনানী এলাকায় আবাসিক হিসেবে অনুমোদিত কিছু ভবনে আংশিকভাবে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উক্ত এলাকায় সমস্ত ভবনের অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহারের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই মোতাবেক নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করা হয়নি। উক্ত কারণে আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমারত বিধিমালা-২০০৮ এবং ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব ওলিউর রহমান এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে জনাব নুরুজ্জামান জহির ও মোঃ আদিলুজ্জামান নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করে উহার প্রমাণপত্রসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : রাজউক কর্তৃক প্ল্যান অনুমোদিত বহু পুরাতন ৪ তলা ভবনের উপর অবৈধভাবে নতুন ৩ তলা ভবন নির্মাণ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০৭, অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১২-০৪-১৭ খ্রি: হতে ২০-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভবনের প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি নোটিশ জারী সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ড যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত বহু পুরাতন ৪ তলা ভবনের উপর নতুন করে অবৈধভাবে ০৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১০ (পৃষ্ঠা-১৩৯)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :—

জনাব মতিয়ার রহমান কর্তৃক ৬০ নং পাটুয়াটুলীতে রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত বহু পুরাতন ৪ তলা ভবনের উপর অবৈধভাবে ৩ তলা ভবন নির্মাণ করায় জনজীবন হুমকির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও রাজউক কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পরিদর্শনকালে উক্ত ভবনের ভাড়াটিয়াগণের সাথে আলাপ করে জানা যায় ভবনটি অতি পুরাতন। এই পুরাতন ভবনের উপর অতিরিক্ত ৩টি তলা নির্মাণ করায় বসবাসকারীগণ ঝুঁকির ভিতরে পড়েছেন। অতিরিক্ত তলা অপসারণের জন্য তারা জোর আবেদন জানিয়েছেন। গত ০৬/০৩/২০১৭ খ্রি: তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় এই অবৈধ নির্মাণের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে রিপোর্ট প্রকাশের পরও রাজউক কর্তৃক ভবনের অতিরিক্ত তলা উচ্ছেদের বিষয়ে কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে যে কোন সময় ভবন ধ্বংস জনজীবনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন ও জীবন হানির আশংকা সৃষ্টি হয়েছে। ইমারত বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬৫(১) (২) অনুযায়ী অবৈধ ভবন নির্মাণকালে নোটিশ জারী করতে হবে। Building Construction Act-1952 এর Section 12 sub Section (1) অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে হবে। ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ধারা ৩ ও ৭ অনুযায়ী অবৈধ নির্মাণ অপসারণ করতে হবে। ভবনের মালিক নিজে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ না করলে রাজউক অপসারণপূর্বক ভবনের মালিকের নিকট হতে অপসারণ ব্যয় ও জরিমানা আদায় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে রাজউক কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় উক্ত বিধিসমূহ লঙ্ঘিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬৫(১) (২) এবং Building Construction Act-1952 এর Section 12 sub Section (1) লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, ৬০ নং পাটুয়াটুলী রোডে পুরাতন ৪ তলার উপর নতুন করে নির্মাণ কাজ করায় মালিক বরাবর ১ম নোটিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জবাব প্রদান না করায় ২য় ও চূড়ান্ত নোটিশ জারী করা হয়। যথা সময়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ ফোর্স না পাওয়ায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা যায়নি। পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক স্ট্যাটাসকো আদেশ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পুরাতন ৪ তলা ভবনের উপর ৩ তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং উক্ত ভবনের ভাড়াটিয়াগণ কর্তৃক নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য রাজউককে পত্র প্রদান করা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিকভাবে নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য রাজউক কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বহু পুরাতন ৪ তলা ভবনের উপর অবৈধভাবে ৩ তলা ভবন নির্মাণ করায় জনজীবনের নিরাপত্তার হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন সময় ভবন ধ্বংস বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অনতিবিলম্বে অবৈধ নির্মিত অংশ অপসারণের বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে জনাব মোঃ নুরুজ্জামান হোসেন জহির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অবৈধভাবে অতিরিক্ত ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও তা বন্ধের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অবৈধভাবে নির্মিত ভবনের অংশ অপসারণ করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ না করে অনিয়মিতভাবে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০৫, নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, বাংলামটর অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ২২-৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০২-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ না করে বোরাক জহির টাওয়ার, নাভানা জোহরা ও সাদিয়া ট্রেড সেন্টার অনিয়মিতভাবে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১১ (পৃষ্ঠা-১৪০)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :

- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৪৪ মোতাবেক যে কোন ধরণের ইমারত নির্মাণে আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান, সীমানা হতে সেটব্যাক ভূমি আচ্ছাদন, FAR ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৪৫ মোতাবেক প্রতিটি প্লটে বিদ্যমান জমির সীমানা হতে বিধি- ৪৬ মোতাবেক ও বিধি ৫০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন বহির্ভূত খোলা জায়গা আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান হিসেবে থাকতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৪৬ মোতাবেক প্রতিটি ইমারত সম্মুখে, পার্শ্বে এবং পশ্চাতে সেটব্যাক বা উন্মুক্ত স্থান থাকতে হবে। এই বিধিসমূহ অনুসরণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জানায় যে, বোরাক জহির টাওয়ারকে ৫টি বেইজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ইমারত নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সময় নকশা বহির্ভূতভাবে নির্মাণ করার সময় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। নকশা বহির্ভূত অবৈধ নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত প্লটটির উচ্ছেদ অভিযান প্রক্রিয়াধীন। নাভানা জোহরা স্কোয়ার ২২ নং ময়মনসিংহ রোড, বাংলা মটর ১৪ তলা ভবনের নকশা অনুমোদন করা হয়। ডেভিয়েশনের মাধ্যমে অবৈধ নির্মাণ কাজ শুরু করায় ডেভিয়েশন অপসারণের জন্য নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ভবনসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পথে হওয়া সত্ত্বেও উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে ডেভিয়েশন অপসারণের কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বাংলা মটর এর মতো জায়গায় সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য চিঠি থাকা সত্ত্বেও রাস্তার জন্য জমি না ছেড়ে ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করায় যানজটসহ জনজীবনে দূর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বোরাক জহির টাওয়ার ডেভিয়েশনের মাধ্যমে নির্মাণ সমাপ্তির দিকে হওয়া সত্ত্বেও ডেভিয়েশন অপসারণ করার জন্য উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়নি। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব শাহ আলম এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ শফিউল হান্নান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ডেভিয়েশন অপসারণ করে উহার প্রমাণপত্র পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : রাজউকের অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়া পার্শ্ববর্তী প্লটের রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে ৬ তলা ভবন নির্মাণ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০৫, ধানমন্ডি, লালবাগ অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ২২-৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০২-০৪-১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি, অভিযোগ সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রাজউকের অনুমোদিত প্ল্যান ছাড়া পার্শ্ববর্তী প্লটের রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে ৬ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১২ (পৃষ্ঠা-১৪১)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় বাস্তব পরিদর্শন কালে ভবনের প্ল্যান প্রদর্শন করতে পারেনি।

- রাজউকের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫১ মোতাবেক ৬ মিটার এর চেয়ে কম প্রশস্ত রাস্তার ক্ষেত্রে জায়গা ছেড়ে ৬ মিটার প্রশস্ত রাস্তার জায়গা রাখতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে মাত্র ৩ মিটার রাস্তা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার জায়গা না ছেড়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জমির পরিমাণ ২ কাঠা হওয়া সত্ত্বেও সামনে ১.৫০ মিটার পশ্চাতে ১.০০ মিটার পার্শ্বের ০.৮০ মিটার না ছেড়ে সীমানা বরাবর ঘেষে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ২২/এ/ ২ কে এম আজম লেন এর রাস্তার কিছু অংশ দখল করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৫৪ মোতাবেক ন্যূনতম ৬ মিটার রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও রাস্তা না ছেড়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৫৪ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, মালিককে ভবনের নকশা দেখানোর জন্য নোটিশ প্রদান করা হলে নকশা প্রদর্শন না করায় ২য় বার নোটিশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নকশা দাখিল করলে সেটব্যাক সঠিক না থাকায় ডেভিয়েশন অপসারণের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পার্শ্ববর্তী প্লটের রাস্তা দখল করে অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক উক্ত ডেভিয়েশন অপসারণের কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বাস্তব ও সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় ছাড়পত্রের শর্ত মোতাবেক রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য কোন জমি না ছেড়েই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার ড্রেন ও অন্যান্য ভবনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। চারদিকের সেটব্যাক সঠিক নেই। ডেভিয়েশনের মাধ্যমে ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে ডেভিয়েশন অপসারণ করা হয়নি। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব শাহ আলম এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ শফিউল হান্নান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে দখলকৃত রাস্তা মুক্ত করে ডেভিয়েশন অপসারণ করে উহার প্রমাণপত্রসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনাম : রাজউক কর্তৃক প্যান অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে পুরাতন ৬ তলা ভবনের উপর ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ করে শিক্ষার্থীদের জীবন হুমকির মুখে।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০৬, মতিঝিল মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ, মতিঝিল সরকারি কলোনি এর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষার কাজ ০৩-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ১১-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভবনের প্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় রাজউক কর্তৃক প্যান অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে পুরাতন ৬ তলা ভবনের উপর ৯ তলা মতিঝিল মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজ ভবন নির্মাণ করে শিক্ষার্থীদের জীবন হুমকির সৃষ্টি করা হয়েছে।

- বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, মতিঝিল সরকারি (এজিবি) কলোনি মতিঝিল এর ভিতর পিডব্লিউডি এর ৩ একর জায়গার উপর মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৬ তলা বিশিষ্ট ভবনের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে স্কুল পরিচালনা করে আসা হচ্ছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বর্তমানে ৬ তলা ভবনের এক পার্শ্বে নতুন করে পুরাতন ৬ তলার উপর ৯ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্যান প্রদর্শনের জন্য বলা হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত প্যানের কপি দেখাতে পারেনি। পিডব্লিউডি মতিঝিল ডিভিশনের সাথে যোগাযোগে জানা যায় পিডব্লিউডি কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন করা হয়নি এবং নির্মাণ কাজ পিডব্লিউডি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। রাজউক এর প্যান শাখায় ও রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত কোন নকশা সংক্রান্ত নথি নেই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় অবৈধভাবে প্যান অনুমোদন ছাড়াই পুরাতন ৬ তলা ভবনের উপর ৯ তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করে শিক্ষার্থীদের জীবন হুমকির সৃষ্টি করা হচ্ছে। অবৈধভাবে রাজউক কর্তৃক প্যান অনুমোদন ছাড়াই ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- Building Construction Act- 1952 এর Section 12, Sub Section (1) অনুযায়ী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ইমারত বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬৫(১) (২) অনুযায়ী অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ করলে নোটিশ জারি করতে হবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তা করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১৩ (পৃষ্ঠা-১৪২)]।

অনিয়মের কারণ :

Building Construction Act- 1952 এর Section 12, Sub Section (1), ইমারত বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬৫(১) (২) লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, রাজউক কর্তৃক নকশা অনুমোদন ছাড়াই অবৈধভাবে স্কুল ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ৬তলা ভবনের উপর নির্মাণ কাজ শুরু করলে নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। রাজউক কর্তৃক প্যান অনুমোদন ছাড়াই বহু পুরাতন ৬ তলা ভবনের উপর ৯তলা ভবন নির্মাণ করা হলেও উক্ত নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য তরিং বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। নির্মাণ কাঠামোর দুর্বলতার কারণে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটলে স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের জীবনহানীর সম্ভবনা রয়েছে। স্কুল ভবনটির জায়গা রাজউক কর্তৃপক্ষের হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজউক এর নিকট হতে কোন অনুমোদন গ্রহণ করেনি। ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর সেকশন-১২ এর সাবসেকশন-(১) অনুযায়ী ভবনটির বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় জননিরাপত্তা ও জনজীবনের মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ হওয়া আবশ্যিক। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব শেখ শাহীনুল ইসলাম এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে জনাব এ কে এম ফজলুর রহমান দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি শুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে অবৈধভাবে নির্মিত ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ করার বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে উহার অগ্রগতি এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে উহার প্রমাণপত্রসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : উচ্ছেদ অভিযানের জন্য গ্রহণকৃত অস্থায়ী অগ্রিমের ১৪,৬০,৭০০ (চৌদ্দ লক্ষ ষাট হাজার সাতশত) টাকা অসম্বিত।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০২(১) ও অথরাইজড অফিসার, জোন-২, উত্তরা অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১৬-৫-১৭ খ্রি: হতে ২৭-৫-১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত নথি, অগ্রিম রেজিস্টার ও লেজার একাউন্ট ও ব্যয় বিবরণী যাচাইয়ে দেখা যায় যে, উচ্ছেদ অভিযানের জন্য গ্রহণকৃত অগ্রিমের মধ্যে ১৪,৬০,০০০ টাকা অসম্বিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে ২২,০৭,৬৯৪ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করা হয়। ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ৭,৪৬,৯৯৪ টাকা সম্বয় করা হয়। ফলে (২২০৭৬৯৪-৭৪৬৯৯৪) = ১৪,৬০,৭০০ টাকা অসম্বিত রয়েছে।

- উক্ত অসম্বিত অর্থ দ্রুত সম্বয় হওয়া আবশ্যিক। বিধি হলো অগ্রিম গ্রহণের পর কাজ বাস্তবায়ন করে দ্রুত ভাউচার দাখিলপূর্বক অগ্রিমের অর্থ সম্বয় করতে হবে। অবশ্যই আর্থিক বৎসরের ভিতর অর্থাৎ ৩০ শে জুনের মধ্যে সম্বয় করতে হবে। সম্বয় না করতে পারলে অসম্বিত অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ অসম্বিত অবস্থায় রয়েছে [পরিশিষ্ট-১৪(পৃষ্ঠা-১৪৩)]।

অনিয়মের কারণ :

ট্রেজারী রুলস এর অধীন এস.আর-৩৬৯ ও ৩৭০ মোতাবেক উত্তোলিত অগ্রিম আর্থিক বৎসরের মধ্যে সম্বয় করতে হবে। এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, কিছু কিছু অগ্রিম সম্বয়ের জন্য হিসাব শাখায় দাখিল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের থেকে তথ্য নিয়ে বিস্তারিতভাবে জবাব দেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। দীর্ঘদিন পূর্বে অগ্রিম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা সম্বয় না করে উক্ত অর্থ নিজের আয়ত্বে রাখা হয়েছে। অনতিবিলম্বে অগ্রিমের অর্থ সম্বয় বা নগদ ফেরত প্রদান আবশ্যিক। জোন পরিচালক হিসেবে আনন্দ কুমার বিশ্বাস এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে আশরাফুল ইসলাম দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অস্থায়ী অগ্রিমের অসম্বিত অর্থ নগদে পরিশোধ করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৫

শিরোনাম : রাজউকের নকশার বহির্ভূতভাবে ভবন নির্মাণ এবং আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে দি রেইন ট্রি নামক আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা সত্ত্বেও তা বন্ধের বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০৪ অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ৬-৬-২০১৭ খ্রি: হতে ১৪-৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়। নিরীক্ষাকালে প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি, পরিদর্শকগণের পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র এবং সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে দি রেইন ট্রি নামক আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা সত্ত্বেও তা বন্ধের কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১৫ (পৃষ্ঠা-১৪৪)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলো পরিলক্ষিত হয় :-

- বনানী আবাসিক এলাকার মনিরা আক্তার, প্লট নং-৪৯, ব্লক নং-কে, সড়ক নং-২৭ এ আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে “দি রেইন ট্রি” নামক আবাসিক হোটেল পরিচালনা করা হচ্ছে। রাজউকের অনুমোদিত নকশা হতে দেখা যায়-২টি বেইজমেন্ট সহ ৮ তলা আবাসিক ভবনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। আবাসিক ভবনের অনুমোদন নিয়ে আবাসিক এলাকায় অবৈধভাবে আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
- সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকার ডেভিয়েশন করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের চারিদিকের সেটব্যাক সঠিক নেই। নকশা মোতাবেক মোট জমির ২৫% গ্রীণ এলাকা রাখা হয়নি। ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ধারা ৩(খ) মোতাবেক অবৈধ ব্যবহার বন্ধের জন্য নোটিশ ইস্যু করে যথাসময়ে উচ্ছেদ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। ইমারত বিধিমালা ২০০৮ লঙ্ঘন করে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করলে Building construction Act-1952 এর Section-12 এর সাব Section-1 অনুযায়ী শাস্তি প্রযোজ্য হবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শাস্তি/জরিমানা আরোপ করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ২৯ (১) (ক) মোতাবেক যে কোন পর্যায়ে অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত কাজ ধরা পড়লে অনুমোদিত কাঠামো ভেঙ্গে ফেলা যাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আলোচ্য অবৈধ হোটেলটিতে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনার কথা ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ হওয়া আবশ্যিক।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ২৯(১) (ক) এবং Building construction Act-1952 এর Section-12 এর সাব Section-1 লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান কোন জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

বিস্তারিতভাবে জবাব প্রদান আবশ্যিক। আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে “দি রেইন ট্রি” নামক আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক যথাসময়ে উক্ত কার্যক্রম বন্ধের জন্য বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে অবৈধভাবে দীর্ঘদিন হতে হোটেল ব্যবসা পরিচালনা করে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা হচ্ছে। উক্ত আবাসিক হোটলে ইতোমধ্যে অসামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ ইতোমধ্যে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত হতো না। জরুরী ভিত্তিতে আবাসিক হোটেলের কার্যক্রম বন্ধ করার বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যিক। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব খন্দকার ওলিউর রহমান এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে মোঃ আদিলুজ্জামান নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিকভাবে আবাসিক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট এর কার্যক্রম বন্ধ করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৬

শিরোনাম : রাজউকের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে ভবনের ছাদ চারিদিকে বর্ধিতকরণ এবং আবাসিক প্লটে অবৈধভাবে ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ন্ত্রণাধীন জোন-০৩, মহাখালী অফিসের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ২৮-৫-১৭ খ্রি: হতে ৫-৬-১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্ল্যান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি, বিসি কমিটির কার্যবিবরণী পরিদর্শকগণের প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে আবাসিক প্লটে অবৈধভাবে ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে সেটব্যাক ঠিক না রেখে ছাদ বর্ধিত করে এবং কার পার্কিং স্থানে দোকান ও আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-১৬(১-৩) (পৃষ্ঠা-১৪৫-১৪৭)]।

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় :-

পরিচালক জোন-৩ এর আওতাধীন প্লট নং ২৩ রোড, নং ০৩, ব্লক-এ, সেকশন ১১ মিরপুর এ জনাব মোতাহার গং কর্তৃক হাউজিং হতে আবাসিক হিসেবে বরাদ্দ প্রাপ্ত প্লটে অবৈধভাবে ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। হাউজিং এর আবাসন নীতিমালা অনুযায়ী কোনভাবেই আবাসিক ভবনের এক তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা বাণিজ্যিক অনুমোদন প্রদান করা যাবে না। গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসিক প্লটকে ফি প্রদানপূর্বক বাণিজ্যিক অনুমতি প্রদানের কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রূপান্তর ফি জমা প্রদানের কোন প্রমাণক না থাকা সত্ত্বেও আবাসিক প্লটে ১০ তলা বাণিজ্যিক ভবনের প্ল্যান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্ল্যান মোতাবেক ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৪৫ মোতাবেক প্রতিটি প্লটে বিদ্যমান জমির সীমানা হতে বিধি ৪৬ অনুযায়ী সেটব্যাক ও বিধি ৫০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ জমি আচ্ছাদন বহির্ভূত খোলা জায়গা (গ্রীণ এলাকা) আবশ্যিকভাবে অনাচ্ছাদিত স্থান হিসেবে খোলা রাখতে হবে। প্ল্যান মোতাবেক ৪৬৪.৬৩ বঃ মিঃ জমির ২৫% হিসেবে ১১৬.১২ বঃ মিঃ জায়গা গ্রীণ এলাকা হিসেবে খোলা রাখার কথা থাকলেও বাস্তব সরেজমিনে পরিদর্শনে কোন খোলা জায়গা পাওয়া যায়নি। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৪৬ মোতাবেক ভবনের চারপার্শ্বের সেটব্যাক সঠিক পাওয়া যায়নি। সামনে ৪.৯৫ মিঃ এর স্থলে ৩.৯১ মিঃ পিছনে ৪.৬৭ মিঃ এর স্থলে ২.১৩ মিঃ ডানে ১.২৭ মিঃ সেটব্যাক রয়েছে। ফলে প্রতিক্ষেত্রে নকশা বহির্ভূতভাবে সেটব্যাক কমিয়ে ছাদ বর্ধিত করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ছাদ বর্ধিত করা হয়েছে পূর্ব পার্শ্ব = ০.৯১ মিঃ উত্তর পার্শ্ব = ০.৬০ মিঃ ও দক্ষিণ পার্শ্ব = ০.৬০ মিঃ এমজিসি অনুযায়ী নির্মাণ এলাকা ২৩৭৮ বর্গ মিটার হওয়ার কথা। কিন্তু ২৫১৯.১২ বঃ মিঃ এলাকার প্ল্যান অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ১৮(১) মোতাবেক Occupancy সনদ গ্রহণ না করেই ভবনের ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ২৯, মোতাবেক বিভিন্নভাবে ডেভিয়েশন করে ভবন নির্মাণ করা সত্ত্বেও তা ভেঙ্গে ফেলার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১০ তলা ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করেছে। ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ৩(খ) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডেভিয়েশন অপসারণ করা হয়নি।

পরিচালক জোন-৩ মহাখালীর আওতাধীন বাড়ি নং ১০৯ রোড নং ৬, ব্লক-ই, সেকশন ০৬ মিরপুর রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে এবং ভবনের চারিদিকের ছাদ বর্ধিত করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কার পার্কিং স্থানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। MGC অনুযায়ী নির্ধারিত গ্রীণ এলাকা বাস্তব ও সরেজমিন পরিদর্শন সঠিক পাওয়া যায়নি। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৪৬

মোতাবেক ভবনের চারিদিকের সেটব্যাক ঠিক না রেখে ভবন নির্মাণ করে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ২৯ মোতাবেক ডেভিয়েশনকৃত অংশ ভেঙ্গে ফেলার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ইমারত নির্মাণ আইন- ১৯৫২ এর ৩(খ) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডেভিয়েশন অপসারণ করা হয়নি।

পরিচালক জোন-৩ মহাখালীর আওতাধীন বিভিন্ন এলাকার পরিশিষ্টে উল্লিখিত ক্রমিক নং ১ হতে ৭ এ বর্ণিত ভবনসমূহ রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে এবং ভবনের চারিদিকের ছাদ বর্ধিত করে অনিয়মিতভাবে ভবন করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৪৬ মোতাবেক ভবনের চারিদিকের সেটব্যাক নির্ধারিত পরিমাপে রেখে ভবন নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ভবনসমূহে সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে নির্ধারিত সেটব্যাক না রেখে অনেক কম জায়গা ছেড়ে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সব কয়টি ভবনের ছাদ চারিদিকে বর্ধিত করা হয়েছে। ফলে উক্ত বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ২৯ মোতাবেক ডেভিয়েশনকৃত অংশ ভেঙ্গে ফেলার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ৩(খ) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডেভিয়েশন অপসারণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৪৪, ৪৬ ও ৫০ এবং ইমারত আইন-১৯৫২ এর ৩(খ) লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক ইমারত নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান করায় ১০তলা বাণিজ্যিক ভবনের নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। ভবনের মালিক Occupancy সনদের জন্য আবেদন না করায় Occupancy সনদ প্রদান করা হয়নি। রাজউক অনুমোদিত নকশার ব্যত্যয় করে নির্মাণ কাজ করায় নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ হাউজিং এর আবাসন নীতিমালা অনুযায়ী কোন ভাবেই আবাসিক পুটে নির্মিত ভবনে এক তৃতীয়াংশের বেশি এলাকা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদন প্রদান করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে পুরো ভবনই বাণিজ্যিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। আবাসিক পুটকে বাণিজ্যিক হিসেবে রূপান্তরের জন্য প্রদত্ত রূপান্তরের ফি জমা প্রদানের কোন প্রমাণপত্র পাওয়া যায়নি। রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত প্ল্যান মোতাবেক ভবন নির্মাণ না করে বিভিন্ন প্রকারের ডেভিয়েশনের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৪৫, ৪৬ ও ৫০ মোতাবেক সেটব্যাক, গ্রীণ এলাকা নির্ধারিত পরিমাপে রাখা হয়নি। ইমারত নির্মাণ আইন-১৯৫২ এর ৩(খ) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ডেভিয়েশন অপসারণ হওয়া আবশ্যিক। জোন পরিচালক হিসেবে জনাব ওলিউর রহমান এবং অথরাইজড অফিসার হিসেবে জনাব মোবারক হোসেন নিয়োজিত ছিলেন। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে ডেভিয়েশনকৃত অংশ অপসারণ এর বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে উহার প্রমাণকসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৭

শিরোনাম : বেদখলকৃত ও অবরাদ্দকৃত পুটসমূহ রাজউক কর্তৃক দখল/উদ্ধার না করায় সংস্থার ১২০৮,৬৪,০০,০০০ (এক হাজার দুইশত আট কোটি চৌষষ্টি লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-১ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২০-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে অবরাদ্দকৃত ও অব্যবহৃত জমির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, রাজউকের আওতাধীন সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জ বাণিজ্যিক এলাকা ও পাহুপথ বাণিজ্যিক এলাকায় অবরাদ্দকৃত পুটসমূহ বিভিন্নভাবে বেদখল হয়ে আছে। বেদখলকৃত পুট সমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি জোরপূর্বক দখল করে আছে। উক্ত স্থানসমূহের বেদখলকৃত পুট সমূহ দীর্ঘদিন যাবৎ বেদখলকৃত অবস্থায় থাকলেও রাজউকের কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বেদখল ও অবরাদ্দকৃত পুটসমূহ নিলামে বরাদ্দ প্রদান না করায় রাজউক/২০১১ বাণিজ্যিক এলাকার কাঠাপ্রতি দর অনুযায়ী ১২০৮,৬৪,০০,০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি [পরিশিষ্ট-১৭(১-৫) (পৃষ্ঠা-১৪৮-১৫৫)]।

অনিয়মের কারণ :

সরকারি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি এবং এ কারণে সরকারের প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

রাজউকের আওতাধীন সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জ বাণিজ্যিক এলাকা ও পাহুপথ বাণিজ্যিক এলাকায় অবরাদ্দকৃত পুটসমূহ (বেদখলকৃত) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক নিলামের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সুতরাং, অডিট আপত্তিটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবে নিলামের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন উল্লেখ করা হলেও উহার কোন প্রমাণক নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন করা হয়নি এবং জবাবের স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সংযুক্ত করা হয়নি। এছাড়া বেদখলকৃত পুটসমূহ দখলে নেওয়ার কোন প্রচেষ্টা করা হয়নি। বিষয়টি গুরুত্ব আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দীর্ঘদিন যাবৎ পরিশিষ্টে বর্ণিত পুটসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির কারণে দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক। অবৈধ দখলকৃত এবং খালি পুটসমূহ উদ্ধারপূর্বক সংস্থার দখলে আনয়ন করে নিলামের মাধ্যমে অতিশীঘ্রই বরাদ্দ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ : ১৮

শিরোনাম : লিজ দলিলের শর্ত ভঙ্গ করে দীর্ঘ ২০ বছরের অধিক সময় ধরে আবাসিক পুটকে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃক পুট বরাদ্দ বাতিলের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-১ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২০-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বনানী আবাসিক এলাকার পুট ২১, ব্লক-ই এর নথিটি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, গত ৬-৩-১৯৬৪ খ্রি: তারিখে সংশ্লিষ্ট পুটটি মিসেস মাণ্ডরা বেগম এর নামে বনানী আবাসিক এলাকায় ই-ব্লকের ৫ কাঠা আয়তনের ২১ নং পুটটি বরাদ্দ দেয়া হয় এবং গত ১৯-৩-১৯৯৬ সালে লিজ দলিলের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- পরবর্তীতে পুটটি ৪-১১-১৯৬৯ খ্রি: তারিখে মিসেস আঙ্গুরী বেগম এর নামে হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হয়। মিসেস আঙ্গুরী বেগম পুটটি অ-আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করলে গত ২৮-৯-১৯৯৫ খ্রি: তারিখ রাজউক কর্তৃক উক্ত পুটটি অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করণে লিজ দলিলের ৮ ও ১৫ নং শর্ত মোতাবেক পুট বরাদ্দ বাতিলের বিষয়ে জানিয়ে দেয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ ২০ বছরের অধিক সময় পর গত ২২-৩-২০১৫ খ্রি: তারিখে পুনরায় রাজউক কর্তৃক উক্ত পুটটির অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, ২৮-৮-১৯৯৫ খ্রি: তারিখ হতে ২২-৩-২০১৫ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছরের অধিক সময় পুটটি অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি রাজউক কর্তৃক অবগত থাকার পরও রাজউক কর্তৃক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কিংবা লিজ দলিলের ৮ ও ১৫ নং শর্ত মোতাবেক পুট বরাদ্দ বাতিলের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি [পরিশিষ্ট-১৮ পৃষ্ঠা-১৫৬]।

অনিয়মের কারণ :

লিজ দলিলের ৮ ও ১৫ নং শর্ত লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ইতোমধ্যে পত্র মারফত লিজ গ্রহীতাকে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধের ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক, কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। দীর্ঘ ২০ বছরের অধিক সময় আবাসিক পুট অ-আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা রাজউক অবগত তথাপি উক্ত বিষয়ে রাজউক কর্তৃক লিজ দলিলের ৮ ও ১৫ নং শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

লিজ দলিলের ৮ ও ১৫ নং শর্ত মোতাবেক পুটটির বরাদ্দ বাতিল করা আবশ্যিক। রাজউক কর্তৃক বিষয়টি অবগত হলেও দীর্ঘ সময় ধরে পুটটি অ-আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করার পরও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ১৯

শিরোনাম : কোর্টের রায় রাজউকের পক্ষে হলেও বকেয়া আদায়ের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সংস্থার ৫,৩৫,৭৯,৯১৮ (পাঁচ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার নয়শত আঠারো) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-১ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২০-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকার প্লট নং ৬৫, ৬৬, ৬৯ ও ৭০ প্লটসমূহের নথি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের ২০-০৩-১৯৮৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় কারওয়ান বাজার প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কারওয়ান বাজার পুনর্বাসন এলাকায় বাণিজ্যিক প্লট রূপান্তরের লে-আউট নকশা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের বিভিন্ন সময়ে পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্লটসমূহ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

- কর্তৃপক্ষের ৬/২০০০তম সভায় উক্ত এলাকার জমির মূল্য কাঠা প্রতি ২,৯০,০০০ টাকার স্থলে ৩০,০০,০০০ টাকা নির্ধারিত হয় এবং বকেয়া টাকা ১৭% হারে সুদসহ আদায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা ২০-৬-১৯৮৯ খ্রি: হতে কার্যকর হয়।
- বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক রাজউকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রীট মামলা করে উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত মামলা খারিজ করে রাজউকের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু উক্ত মামলায় রাজউকের পক্ষে রায় হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। রাজউক কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় জমির বর্ধিত মূল্য বকেয়া বাবদ ৮৮,৪৫,২৪৮ টাকা হতে বর্ধিত। অপরদিকে পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্লটগুলো লিজ ডিডের শর্ত মোতাবেক বাণিজ্যিক প্লটে ইমারত নির্মাণ না করায় প্লটগুলোর বরাদ্দ বাতিল করা হচ্ছে না অথবা জরিমানা বাবদ ৪,৪৭,৩৪,৬৭০ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।
- উক্ত প্লটগুলোর মালিকগণ হতে জমির বর্ধিত মূল্য বাবদ ৮৮,৪৫,২৪৮ টাকা এবং বাণিজ্যিক প্লটে ইমারত না করায় জরিমানা বাবদ ৪,৪৭,৩৪,৬৭০ টাকাসহ সর্বমোট = (৮৮,৪৫,২৪৮ + ৪,৪৭,৩৪,৬৭০) = ৫,৩৫,৭৯,৯১৮ টাকা আদায়যোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, একই স্থানের একই মামলার প্লট নং ৭৫ এর ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত হিসাব মোতাবেক টাকা আদায় করে নামজারি মামলার অনুমোদন করা হলেও উল্লিখিত প্লট গুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না [পরিশিষ্ট-১৯ (পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮)]।

অনিয়মের কারণ :

রাজউকের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিষয়টি জটিল হওয়ায় নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

অডিট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নথিপত্র পর্যালোচনা করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। মামলার রায় রাজউকের পক্ষে হওয়ায় বর্ধিত জমির মূল্য এবং বাণিজ্যিক প্লটে ইমারত নির্মাণ না করায় জরিমানা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

বর্ধিত জমির মূল্য এবং জরিমানা বাবদ অর্থ আদায় করা এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে এবং কোর্টের রায় রাজউকের পক্ষে হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ২০

শিরোনাম : কোর্টের রায়ে বিপক্ষে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সংস্থার ১১,৩৪,০০,০০০ (এগারো কোটি চৌত্রিশ লক্ষ) টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-১ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২০-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বনানী বাণিজ্যিক এলাকার কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ রাস্তার ১৪ নং প্লটের নথিটি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বনানী বাণিজ্যিক এলাকার ১৪ নং প্লটটি জনাব জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী ০৫-০৪-১৯৮২ খ্রি: তারিখে বরাদ্দ প্রাপ্ত হন। প্লটটিতে ভূমির পরিমাণ ৬ কাঠা ৪ ছটাক ৩৫ বর্গফুট। ৩০-০৩-১৯৮২ খ্রি: তারিখে ৫০% টাকা ব্যাংকে জমা করেন। বর্ধিত জমি ১ কাঠা ৪ ছটাক ৩৫ বর্গফুট জমির মূল্য ৩১-০৫-১৯৮২ খ্রি: তারিখে পরিশোধ করেন। মূল জমির অবশিষ্ট টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করেননি। ০৮-০৯-১৯৮২ খ্রি: তারিখে লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়। ১০-১০-১৯৮৫ খ্রি: তারিখে অর্থাৎ ৩ বছর ৬ মাস পর ৩য় কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন।

- ১০-১১-১৯৮৭ খ্রি: তারিখে ৩০ দিনে সময় প্রদান করে ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য রাজউক কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হলে লিজ গ্রহীতা ৩য় কিস্তির বকেয়া সুদ ও ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য ৩০-১১-১৯৮৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধনের আবেদন করেন যা রাজউক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- লিজ গ্রহীতা প্লটটি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের নিকট বন্ধক প্রদানের অনুমতি চান। বকেয়া মূল্য ও পাওনা টাকা পরিশোধের শর্তে ০২-০৬-১৯৮৭ খ্রি: অনুমোদন প্রদান করা হয়। লিজ গ্রহীতা নির্ধারিত সময়ে ৩য় কিস্তির সুদ ও ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। লিজ গ্রহীতা ব্যবসা মন্দার কারণে টাকা পরিশোধ করতে পারেনি বিধায় ৩ মাসের বর্ধিত সময়ের আবেদন করলে রাজউক কর্তৃক ৩০-১১-১৯৮৮ খ্রি: তারিখে বর্ধিত সময়ের অনুমতি প্রদান করা হয়।
- ৬-১০-১৯৯১ খ্রি: তারিখে কিস্তির টাকা জমা করার জন্য শেষবারের মত অনুমতি প্রদান করা হয়। রাজউক কর্তৃক ১০-৫-১৯৯২ খ্রি: তারিখে টাকা পরিশোধের ব্যর্থতার দায়ে কেন লিজ বাতিল করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ ১৪/৯২তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০-৯-১৯৯২ খ্রি: তারিখে নিলামকৃত প্লটসমূহের বকেয়া পরিশোধ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর যথাক্রমে ৩০-১০-১৯৯৩ খ্রি:, ০৫-০৫-১৯৯৪ খ্রি:, ১২-০১-১৯৯৫ খ্রি: ও ২০-০১-১৯৯৬ খ্রি: তারিখে বকেয়া পরিশোধের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। লিজ গ্রহীতা ২৭-০৮-১৯৯৮ খ্রি: তারিখে প্লটটি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের নিকট বন্ধক রাখার অনুমতি চান। তৃতীয় কিস্তির সুদ ও ৪র্থ কিস্তির টাকা পরিশোধ না করায় রাজউক ব্যাংকে বন্ধক রাখার অনুমতি প্রদান করেনি। যা ২১-০৯-১৯৯৯ খ্রি: তারিখে লিজ গ্রহীতাকে জানিয়ে দেয়া হয়।
- লিজ গ্রহীতা রাজউকের অনুমতি ব্যতীত ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ হতে ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণ খেলাপি হলে ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক অর্থ ঋণ মামলায় কোর্ট ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর পক্ষে রায় প্রদান করেন। অনুমতি ব্যতীত ন্যাশনাল ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ এবং ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক কিভাবে ঋণ প্রদান করা হয়েছে তা পর্যালোচনা না করে ও রায়ে বিপক্ষে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সংস্থা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে [পরিশিষ্ট-২০ পৃষ্ঠা-১৫৯]।

- রাজউক/২০১১ এ রেইট অনুযায়ী যার বর্তমান বাজার মূল্য ১১,৩৪,০০,০০০ টাকা। বর্তমানে উক্ত পুটটির নামজারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। লিজ ডিডের শর্ত ভঙ্গ করে রাজউকের অনুমতি ব্যতীত ন্যাশনাল ব্যাংক হতে লিজ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ গ্রহণ ও ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদানের বিষয়ে রাজউক কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

রাজউকের গাফিলতি/অবহেলার কারণে অর্থ ঋণ আদালতে মামলাটি ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ এর পক্ষে রায় হয়।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বর্ণিত পুটের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি পরিশোধ না করায় পুটের বন্ধক রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। রাজউকের অনুমতি ব্যতীত পুটটি বন্ধক রাখা হয় এ বিষয়ে রাজউক বিধিগত ব্যবস্থা নিয়ে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

স্থানীয় অফিসের জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। পুটের কিস্তি পরিশোধ ব্যতীত এবং রাজউকের অনুমতি ব্যতীত ন্যাশনাল ব্যাংক পুট বন্ধক গ্রহণের বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থ ঋণ আদালতে যথাযথ তদারকি না করায় রাজউকের বিপক্ষে রায় চলে যায়। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

লিজ গ্রহীতা এবং ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃক পুট বন্ধক গ্রহণের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ২১

শিরোনাম : দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে ভূমি ব্যবহার করা সত্ত্বেও রাজউক কর্তৃক অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ অথবা খণ্ড জমি হিসেবে ২৩,১৯,০০,০০০ (তেইশ কোটি উনিশ লক্ষ) টাকা আদায় করা হয়নি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-১ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ২০-০৩-২০১৭ খ্রি: হতে ০৯-০৪-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে গুলশান আবাসিক এলাকার ৭১ নং রাস্তার ১৫ নং প্লটের নথিটি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, গত ১১-০৩-১৯৮২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সাবেক ডিআইটি ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গুলশান আবাসিক এলাকার ৭১ নং রাস্তার ৭ বিঘা আয়তনের ১৫ নং প্লটটি ৩০০ শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ডাঃ এম এম হোসেন এর বরাবর বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

- দখল মোতাবেক জমির পরিমাণ ৬ বিঘা ১৮ কাঠা ১৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট। ০৫-১০-১৯৯১ খ্রি: তারিখে হস্তান্তর সূত্রে কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল লিঃ এর নামে লিজ দলিল রেজিস্ট্রি করা হয়। ২২-৫-১৯৯৭ খ্রি: তারিখে কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল লিঃ কে অতিরিক্ত খণ্ড জমি ১৪.৫৪ কাঠা দখল প্রদান করা হয় (খণ্ড জমির মূল্য বর্তমান জমির মূল্যের দ্বিগুণ হারে)। উক্ত প্লটের পূর্বাংশে ওয়াকওয়ে সংলগ্ন পতিত জমি ১ বিঘা ৩ কাঠা ৩ ছটাক ২৫ বর্গফুট আয়তনের অংশটি কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল লিঃ বর্তমানে ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃক ২০০৫ সাল হতে অবৈধভাবে দখল ও ব্যবহার করে আসছে। কন্টিনেন্টাল হাসপাতাল লিঃ কর্তৃক ২৮-০৪-২০০৫ খ্রি: তারিখে ভূমিটি বরাদ্দের জন্য প্রথম আবেদন করেন [পরিশিষ্ট- ২১ পৃষ্ঠা-১৬০]।
- বর্তমান সময় পর্যন্ত হাসপাতাল খণ্ড জমিটি অবৈধভাবে ব্যবহার করে আসলেও রাজউক কর্তৃক উচ্ছেদ অথবা খণ্ড জমি হিসেবে শুধু ভূমির মূল্য ২৩,১৯,০০,০০০ টাকা আদায় করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

রাজউক কর্তৃক অবহেলা/গাফিলতির জন্য আর্থিক ক্ষতি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক। ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃক ২০০৫ সাল হতে অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি হতে রাজউক কর্তৃক উচ্ছেদ অথবা খণ্ড জমির মূল্য আদায় করা হয়নি, রাজউক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

খণ্ড জমির মূল্য আদায় করা আবশ্যিক। দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে ভূমি ব্যবহার করা হলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ: ২২

শিরোনাম : দীর্ঘদিন যাবৎ আবাসিক প্লট অবৈধভাবে বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি যা লিজ দলিলের শর্তের পরিপন্থি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-২ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১০-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ০৮-০৫-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালীন নিরীক্ষাদল কর্তৃক উত্তরা রাজউক অফিস সংলগ্ন বিভিন্ন আবাসিক প্লট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। সেক্টর নং ৪, ৬, ৭, ১২ ও ১৩ নং সেক্টরের আবাসিক প্লটসমূহ বাস্তব পরিদর্শন করা হয়।

- পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত প্লটগুলো উত্তরা ৬নং সেক্টরের রাজউক অফিস সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ বরাদ্দ গ্রহীতা অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। রাজউক অফিস সংলগ্ন এসব আবাসিক প্লট অবৈধভাবে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করলেও স্টেট এন্ড ল্যান্ড এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। (১) ৪ নং সেক্টরের ২ নং রাস্তার ১১ নং প্লটটি লিজ গ্রহীতা কর্তৃক অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার করায় ২৬-১০-১৯৯৫ খ্রি: তারিখে রাজউক কর্তৃক অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।
- নিরীক্ষা চলাকালীন বাস্তব পরিদর্শন দেখা যায় যে, উক্ত প্লটটি অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। (২) পরিশিষ্টে উল্লিখিত সেক্টর নং-৭, ১২ ও ১৩ নং সেক্টরের প্লটসমূহে অবৈধভাবে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার করা হচ্ছে। Standard lease agreement for residential Land এর ধারা ৮ অনুযায়ী বরাদ্দ গ্রহীতা আবাসিক প্লটকে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করতে হলে লিখিতভাবে বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বরাদ্দ গ্রহীতাগণ কর্তৃক অবৈধভাবে এসব আবাসিক প্লটকে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করে আবাসিক এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে। রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ ব্যবহারকারীগণের বিরুদ্ধে লিজ ডিড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না [পরিশিষ্ট-২২ (পৃষ্ঠা-১৬১-১৬২)]।

অনিয়মের কারণ :

Standard lease agreement for residential Land এর ধারা ৮ লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

আলোচ্য অডিট আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, উত্তরা আবাসিক এলাকার ৬ নং সেক্টরের বিভিন্ন আবাসিক প্লটে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধের জন্য পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ), সংশ্লিষ্ট অথরাইজড অফিস এবং নিবাহী প্রকৌশলী (উত্তর) ঢাকা রাজউক বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত দপ্তর পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ কার্যক্রমের পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ হলে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে বিষয়টি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ আবাসিক প্লট অ-আবাসিক ব্যবহার করা হলেও রাজউক কর্তৃক লিজ ডিডের শর্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আবাসিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং মানুষের বসবাসের অনুপযোগি হচ্ছে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আবাসিক প্লট অ-আবাসিক ব্যবহার বন্ধের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। দীর্ঘদিন যাবৎ প্লট অ-আবাসিক ব্যবহার বন্ধের প্রক্রিয়া গ্রহণ না করার বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ : ২৩

শিরোনাম : নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ২,৪৪,৪৮,০০০ (দুই কোটি চৌচল্লিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-২ কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ১০-০৪-২০১৭ খ্রি: হতে ০৮-০৫-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে উত্তরা বাণিজ্যিক এলাকার ১৩ নং সেক্টরের সোনারগাঁ জনপথ রোডে প্লট নং-৬৭ ও ৬৯ প্লটের নিলামকৃত নথি পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, উক্ত প্লট দুটি নিলামের মাধ্যমে জনাব মোঃ ফজলুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্টারলিং ডেনিমস লিঃ কে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্লট দুটির নিলামকৃত মূল্য বাবদ ৬১,১২,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক জমা প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৩/মূসক/২০১৪ তারিখ ০৫-০৬-২০১৪ খ্রি: এর এসআরও নং ০৬০.০০ অনুযায়ী নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা ৪% হারে মূসক প্রদান করার নির্দেশনা থাকলেও উক্ত ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভ্যাট জমা প্রদান করেননি। প্লট দুটির নিলামকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির নিকট হতে ৪% হারে মোট ৬১,১২,০০,০০০ টাকার উপর ২,৪৪,৪৮,০০০ টাকা মূসক আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি [পরিশিষ্ট-২৩ (পৃষ্ঠা-১৬৩)]।

অনিয়মের কারণ :

- ১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা এর এসআরও নং-১৮২/আইন/২০১২/৬৪০/মূসক তারিখ : ০৭-০৬-২০১২ খ্রি: এবং
- ২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-৩/মূসক/২০১৪ তারিখ : ০৫-০৬-২০১৪ খ্রি: এর এসআরও নং-০৬০.০০ লঙ্ঘন।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

আলোচ্য অডিট আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, উত্তরা আবাসিক এলাকার ১৩ নং সেক্টরের সোনারগাঁ জনপথ রাস্তার ৬৭ ও ৬৯ নং প্লট দুটি নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দের জন্য ২০১৪ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। অতঃপর স্টার লিংক ডেনিমস লিঃ সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হলে কর্তৃপক্ষের ১০/২০১৪তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত প্লট দুটি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তৎকালীন নিলামকারী প্রতিষ্ঠানের নিলামকৃত পণ্যের উপর ভ্যাট প্রযোজ্য ছিল না বিধায় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট কর্তন করেননি। যে সকল বাণিজ্যিক প্লট নিলাম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বরাদ্দ করা হচ্ছে বর্তমানে রাজউক সে সকল প্লটের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভ্যাট আদায় করছেন। যেহেতু পূর্বে নিলামকৃত প্লটের উপর ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য ছিল না বিধায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি সেহেতু অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কর্তৃপক্ষের ১০/২০১৪তম মাসিক সভায় প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়, (২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালে) ২০১৪-১৫ আর্থিক সালে নিলামকৃত পণ্যের উপর নিলামকৃত পণ্যের ক্রেতা ৪% হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

নিলামে বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট বাবদ অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্থানীয় অফিসের জবাব :

বিলম্বিত আবাসিক প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব আয়কর প্রদানকারীদের ১৬টি, ৫ কাঠা আয়তনের ৫৪টি, ৩ কাঠা আয়তনের মোট ৭০টি প্লট লটারিতে প্রদান করা হয়। যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের আবেদন সঠিক বিবেচিত হওয়ায় আবেদনগুলো লটারির জন্য বুয়েটে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য লটারিতে প্লটের জন্য বিজয়ীদের সরাসরি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। আয়কর সংক্রান্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের জন্য লটারিতে বিজয়ীদের নামের তালিকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে যাদের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য সঠিক পাওয়া গেছে শুধুমাত্র তাদের অনুকূলে প্লটের চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্র ইস্যু করা হয়েছে। যাদের আবেদনে আয়কর সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ ছিল না কিন্তু লটারিতে প্লট বরাদ্দ পেয়েছে কর্তৃপক্ষের ২/২০১৩ তম সাধারণ সভার ৭৯.৩ (ক) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত নির্বাচন সমূহ বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশে ১ জনকে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আপত্তিতে উত্থাপিত কোনো অনিয়মকারী আবেদনকারীর অনুকূলে প্লট বরাদ্দ করা হয়নি। যেহেতু এ বিষয়ে সরকারি কোনো আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই তাই আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্ব আয়কর প্রদানকারীদের মধ্যে ৩ কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দযোগ্য ছিল ৪৩টি কিন্তু লটারি শীটে প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৪টি অর্থাৎ অতিরিক্ত ১১টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ভুল আবেদনপত্র এবং ক্যাটাগরি পরিবর্তনের মাধ্যমে আবেদনপত্র কেন লটারিতে প্রেরণ করা হয়েছে তার জবাব প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৯-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪-০১-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১২-০২-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধাসরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

অতিরিক্ত প্লট বরাদ্দ প্রদানের বিষয় এবং ক্যাটাগরি পরিবর্তন ও ভুল আবেদনপত্র লটারিতে প্রেরণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

তারিখ : _____ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ ।

(মোঃ সাইফুর রহমান)

মহাপরিচালক

গৃহায়ন ও ভৌত অবকাঠামো অডিট অধিদপ্তর,

ঢাকা।

অনুচ্ছেদ : ২৪

শিরোনাম : তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এস্টেট এন্ড ল্যান্ড-৪ কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৬ আর্থিক সালের নিরীক্ষা ০১-০৬-২০১৭ খ্রি: হতে ০৬-০৬-২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালীন বোর্ড সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করা হয়।

ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে ক্রেডিটপূর্ণ ১৪ জন বরাদ্দ গ্রহীতার বিষয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির ০৫-১১-২০১৪ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যবিবরণী অনুযায়ী দেখা যায় যে,

- আবেদনকারীদের আবেদন ক্রেডিটপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এবং কিছু কিছু আবেদন পত্রের ক্যাটাগরি পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৪ জন বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদন পত্র লটারির জন্য প্রেরণ করা হয়, যারা লটারীতে পুট বরাদ্দ প্রাপ্ত হন। আবার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরির ০৮ জন বরাদ্দ গ্রহীতা ১০ লক্ষ টাকার নিম্নে আয়কর প্রদানকারী ক্যাটাগরীর হওয়া সত্ত্বেও ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী ক্যাটাগরিতে আবেদনপত্র লটারির জন্য প্রেরণ করা হয়, যারা লটারীতে বরাদ্দ প্রাপ্ত হন। ক্রেডিটপূর্ণ আবেদন পত্রে বরাদ্দ গ্রহীতা ১৪ জন এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরীর পরিবর্তিত ৮ জন সর্বমোট ২২ জনের বরাদ্দের বিষয়ে যাচাই-বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১/২০১৫তম বোর্ড সভায় ২২ জনের বরাদ্দ বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে “রাজউকের ভুলে পুট পেল না ২২ লটারি বিজয়ী” শিরোনামে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাজউক তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারীদের মধ্যে ০৩ কাঠা আয়তনের পুট বরাদ্দযোগ্য ছিল ৪৩টি। কিন্তু লটারীশীটে পুট বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৪টি (অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে ১১টি)। কেন ১১টি অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে, এ বিষয়ে কে বা কারা জড়িত তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী সঠিক আবেদন ছিল ৫৭টি এবং ৮ জন ১০ লক্ষ টাকার নিম্নে আয়কর প্রদানকারী ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারীর ক্যাটাগরিতে প্রেরণ করায় মোট আবেদন হয় সর্বমোট ৬৫টি। যার মধ্যে পুট প্রদান করা হয় ৫৪ জনকে অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে আয়কর প্রদানকারী ক্যাটাগরিতে আবেদন প্রেরণ করা হলে পুট প্রাপ্তি হবে নিশ্চিত জেনেই ক্যাটাগরি পরিবর্তন করে লটারির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুট বরাদ্দের লটারি অনুষ্ঠানের জন্য এবং ক্যাটাগরি নির্ধারণের বিষয়েও বাতিলযোগ্য, ক্রেডিটপূর্ণ আবেদন লটারিতে প্রেরণের বিষয়ে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে রাজউক কর্তৃক কোনো প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-২৪ পৃষ্ঠা-১৬৪]।

অনিয়মের কারণ :

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও বিধি বিধান লঙ্ঘন।